1958

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত

শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের বিশ্ববিখ্যাত কাহিনীর অংশবিশেষ অবলম্বনে

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রযোজনা : কানন দেবী

সুরসৃষ্টি : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ॥ আলোকচিত্র : জি. কে. মেহতা ॥ শব্দযোজন : দেবেশ ঘোষ ॥ সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী ॥ শিল্পনির্দেশ : সুবোধ দাস ॥ ব্যবস্থাপনা : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : প্রভাত ঘোষ ॥ আলোক-সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য ॥ গীতরচনা : শ্যামল গুপ্ত ও ডি. এন. মিঠোলিয়া ॥ নেপথ্য-কণ্ঠসঙ্গীত : কৃষ্ণা গাঙ্গুলী ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ॥ পটশিল্প : বলরাম, নব গোপাল ও বাঘা ঘোষ ॥ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ ॥ হিসাব-রক্ষক : কমলেন্দু দাশগুপ্ত ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ প্রচার-পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ ॥ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : দি আরমারী

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও

কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

• সহকারী •

পরিচালনা : শচীন মুখার্জী, দিলীপ মুখার্জী, তরুণ মজুমদার ও তপেশ্বর প্রসাদ ॥ আলোকচিত্র : গোরা মল্লিক, সৌমেন্দু রায়, কৃষ্ণধন চক্রবর্তী ॥ সম্পাদনা : তপেশ্বর প্রসাদ ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ॥ শব্দযোজন : জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণু পরিধা ॥ রূপসজ্জা : অনন্ত দাস, ভীম নস্কর ও পরেশ দাস ॥ আলোক-সম্পাত : ভবরঞ্জন, অনিল, কেষ্ট

• শ্রেষ্ঠাংশে •

সুচিত্রা সেন ✦ উত্তম কুমার

তুলসী চক্রবর্ত্তী, অনিল চ্যাটার্জী, জহর রায়, হরিধন, নৃপতি, শিশির বটব্যাল, কমল মিশ্র, রেবা দেবী, রমা দেবী, দ্বিজু ভাওয়াল (অতিথি), রাজলক্ষ্মী, বুলবুল, বেলা দেবী, অজন্তা কর, ভারতী দত্ত, শ্রীকণ্ঠ, শিবকালী, পণ্ডিত নটবর, মণি শ্রীমানী, শান্তি ভট্টাচার্য. গীতা, খগেন পাঠক, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদি, তপেশ্বর, ধ্রুব, ইউ. কে. জি, রথীন, প্রভাত, পাণ্ডে, গিরীশ, পান্নালাল, তারাপদ, প্রতাপ, ধীরেন, মদন, প্রীতি মজুমদার, দিলীপ মুখার্জী, মাঃ অলক, ফণী গাঙ্গুলী, (এ্যাঃ), উৎপল বসু প্রভৃতি

পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ

"রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত"
ছবিখানি শরৎচন্দ্রের
"শ্রীকান্ত" কাহিনীর
অংশবিশেষ মাত্র।
"শ্রীকান্ত" কাহিনী বিরাট ও
ব্যাপক। একটী মাত্র
ছবির মারফাৎ সমগ্র
কাহিনীর সুষ্ঠু রূপ
পরিবেশন সম্ভব নহে।
এইরূপ আরও কয়েকখানি
ছবিতে সমগ্র "শ্রীকান্ত"
কাহিনী চিত্রায়িত হইবে।

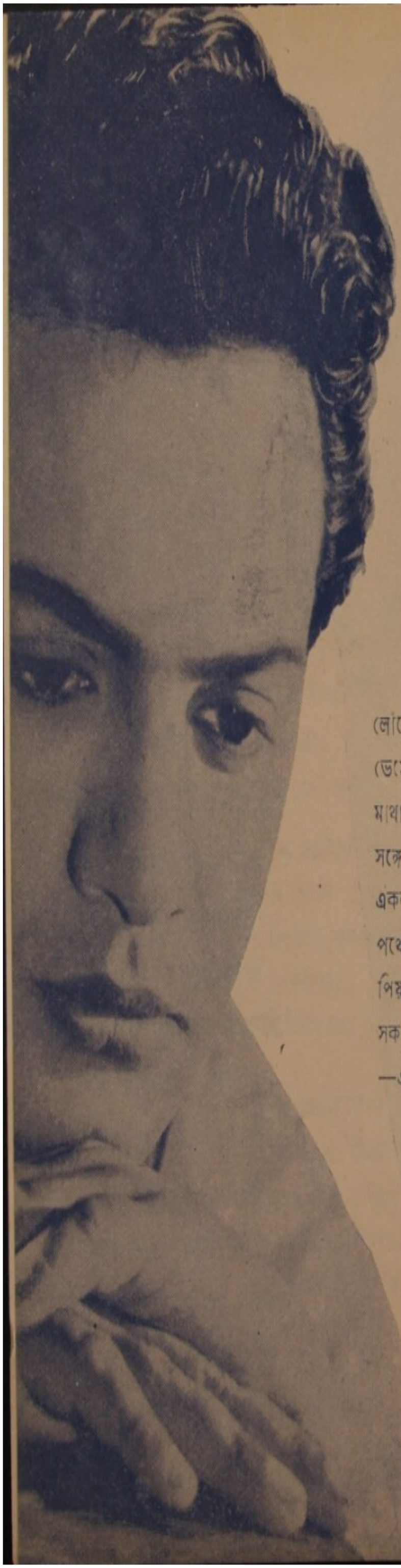

কাহিনী

আশ্চর্য্য !

কোথায় সে ছেলেবেলার মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার শান্ত মেয়ে রাজলক্ষ্মী—আর কোথায় এই রাজকুমার মহেন্দ্র সিংয়ের শিকারপার্টির তাঁবুতে সুর আর সুরার আসরের মক্ষিরাণী পিয়ারী বাইজী ! অবাক হয়ে ভাবে শ্রীকান্ত,—এও কি সম্ভব !

কিন্তু এ নিয়ে ভাববার অবকাশই বা কোথায় ? ছেলেবেলা থেকেই অনাদর, অবহেলা, অপমান সয়ে সয়ে জীবনের রুক্ষ পথে পথে উদাসীর মতো ঘুরতে ঘুরতে আজ সে যৌবনের মোহানায় এসে দাঁড়িয়েছে। লোকে তাকে বলে ভবঘুরে—বাউণ্ডুলে। তার যা কিছু ভাবনা—নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের মতোই হালকা হাওয়ায় ভেসে চলে। সংসারের দেনা, পাওনার খাতায় তার চিহ্নমাত্র পড়েনি। তাই এসব তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে শ্রীকান্ত আজকাল আর মাথাই ঘামায় না। হয়তো পিয়ারী বাইজীকে নিয়েও মাথা ঘামাতে হ'ত না। যদি না শিকার পার্টিতে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বাজী রেখে কাছেরই এক মহাশ্মশানে অমাবস্যার রাত্রে স্বয়ং সাক্ষাৎ মহাদেবী ভৈরবীর দর্শন লাভের আসায় একক নৈশ অভিযানের ঠিক আগের মুহূর্তে পিয়ারী বাইজী চোখের জল, করুণ মিনতি আর তীব্র ভর্ৎসনা নিয়ে তার পথে এসে না দাঁড়াতো। সে বাধাও শ্রীকান্ত কাটিয়েছিল। কিন্তু তার পরদিন রাত্রে নির্জন শ্মশানের নিরন্ধ্র অন্ধকারে পিয়ারী বাইজী যখন ভয় আর লোকলজ্জা ত্যাগ করে তার পাশে এসে দাড়ালো, সকরুণ মিনতি জানালো বন্ধুদের আড্ডা ছেড়ে চলে যেতে—তখন শ্রীকান্তর মনে হল —এ যেন পিয়ারী বাইজী হয়,—ছেলে বেলার সেই নিত্য সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মী। তাই তার-ই আদেশ শিরোধার্য্য করে সে ফিরে এলো তার পুরনো আস্তানায়।

কিন্তু সেই থেকে রাজলক্ষ্মীকে আর ভোলা সম্ভব হ'ল না। তাই কিছু দিন পরে তার সামান্য একটা চিঠি পেয়ে শ্রীকান্ত উন্মুখ হয়ে তার দেখা পাবার আশায় পাটনার পথে পাড়ি জমালো। কিন্তু কি খেয়াল হ'ল পথের মাঝেই একটা স্টেশনে সে নেমে পড়ল। তারপর এক সাধু-সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে—পুরো গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বনে গিয়ে—ভিক্ষের জন্যে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আলাপ হল এক বাঙালী

পরিবারের সঙ্গে। তখন সে অঞ্চলে বসন্ত মহামারী চলছে। সেই ভদ্রলোকের দুই ছেলের বসন্ত রোগের সেবা করতে গিয়ে শ্রীকান্ত নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফিরেও তাকালো না তারা। শ্রীকান্তকে ফেলে রেখেই চলে গেল। খবর পেয়ে ছুটে এল রাজলক্ষ্মী। সেবা ক'রে সারিয়ে নিয়ে গেল তার পাটনার বাড়ীতে। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে শ্রীকান্ত আবার ফিরে এল তার আস্তানায়।

কিছুদিন পরে শ্রীকান্ত এক চিঠি পেল তার স্বর্গগতা মা'র গঙ্গাজলের কাছ থেকে। জানা যায় বহুদিন আগেই নাকি দুই বান্ধবীতে পাকা কথা হয়েছিল তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে। এতদিন নাকি শ্রীকান্তর আশাতেই সেই মেয়েটি পাত্রস্থ হতে পারেনি। খবর পেয়ে শ্রীকান্ত ছুটে যায়—এবং গিয়ে জানতে পারে যে হাজার খানেক টাকা হলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। টাকার জন্যে সে চলে যায় পাটনায় —রাজলক্ষ্মীর কাছে। কিন্তু গিয়ে দেখে রাজলক্ষ্মীর গানের আসরে এসে জাঁকিয়ে বসেছেন পূর্ণিয়ার এক ধনী জমিদার। কেমন যেন অভিমান হয় শ্রীকান্তের। টাকার কথাটা আর বলা হয় না। তার বদলে রাজলক্ষ্মীকে জানায়, সে বর্মাদেশে চলে যাচ্ছে। জীবনে আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু রাজলক্ষ্মী আর শ্রীকান্তর মধ্যে বলা আর শোনার পালা কি এখানেই শেষ? মুখের কথায় যতটুকু বলা হ'ল——মনের কথাও কি সেখানেই থমকে থাকবে?

☆

গীত

[১]

পিয়ো না পিয়ো না পিয়ো না এ পেয়ালা
তনকা হায় উজলা মনকা হ্যায় কালা
পিয়ো না পিয়ো না পিয়ো না এ পেয়ালা
মজা কুছ না পায়া লঁবসে লাগাকার
ফিরভি না সমঝে হোঁসমে আকর
মরজে মহবৎ কি ইয়ে না দাওয়া হ্যায়
এতো হ্যায় জীবনমে মরণে কী সী জ্বালা

[২]

মেরে মন নন্দলাল কো আটাকো
মন বস গেও আলি শ্যাম সুন্দরকো
মোর মুকুটকো লটোকো

[৩]

হোরি মাচি হ্যায় পিয়াকে নগরিয়া
শুন ভবন মে মানে না মোরা জিয়া

[৪]

আজি এ শ্রাবণে এসো ফিরে
ও উদাসী প্রিয় নিশি যায় আঁখি নীরে
আজি এ শ্রাবণে এসো ফিরে
কিশোর বেলার স্মৃতি
ফেলে আসা মধু তিথি
বিরহ বাদল আনে গগন তীরে
এসো ফিরে
আজি এ শ্রাবণে এসো ফিরে

"রাণী রাসমণি"র
ঐতিহাসিক জনপ্রিয়তাকেও
অতিক্রম ক'রে যাবে !

পরিবেশক :

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ

৬৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১৩

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ, ৬৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।